



Gillette আর তিন সংখ্যা

তিন সংখ্যাটা রোজ আমার পিছু নিত।

প্রতি মুহুর্তে।

আর যখনই সবচেয়ে কম আশা করতাম, তখনই ও দেখা দিত।

কয়েক দিন আগে, ঘুম ভাঙতেই, খেয়াল করলাম চোয়ালের ডান দিকের নিচে ছোট্ট একটা ফোলা।

মাপে প্রায় একটা বলের মতো।

বউ জিজ্ঞেস করল ওটা কী।

আমি তাকে সেই একমাত্র উত্তরটাই দিলাম, যার কোনো মানে দাঁড়ায়।

যেহেতু বেশ কিছুদিন আমি কোথাও যাইনি — হয়তো অপেক্ষার কারণে, হয়তো প্রয়োজনের কারণে, হয়তো টেস্টোস্টেরনের বাড়াবাড়ি উৎপাদনের কারণে — তৃতীয় একটা বিচি গজাবে বলে ঠিক করেছে।

আর ওটাকে কোথায় বসানো হবে, সেটা আমি বাছি নি।

বউ হাসল।

বলল, গাধামি ছেড়ে ডাক্তারের কাছে যাও।

কিন্তু কোন ডাক্তার?

সাধারণ চিকিৎসক?

হাসপাতালের ডাক্তার?

বিশেষজ্ঞ?

পারিবারিক ডাক্তার জানতেন সামান্যই, আর মনে হত পরীক্ষানিরীক্ষা করেই তাঁর দিন চলে।

হাসপাতালের ডাক্তারের দিন চলত ঝটপট হস্তক্ষেপে, কিছু প্রমাণ করার কোনো দায় ছাড়াই।

বিশেষজ্ঞ টাকা নিতেন, কাজেই তিনি আমার জন্য নন।

খারাপ বিকল্পগুলোর মধ্যে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবাটাকেই সবচেয়ে ভালো মনে হল।

এক মহিলা ডাক্তার দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন আমি কী চাই।

আমি তখনও গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে।

“আমি জানি ফল-সবজির দোকানটা পাশেই,” বললাম, “কিন্তু এটাই কি সত্যি সত্যি ডাক্তারখানা?”

“হ্যাঁ। কী চান?”

“দু-কিলো কলা। ভেতরে ঢুকতে দিলে বলব কোন জাতের।”

তিনি হেসে গেট খুলে দিলেন।

তারপর দেখলেন আমার মুখ আর আমার তৃতীয় বিচিটা।

দস্তানা বেরোল।

জায়গাটা পরীক্ষা করা হল।

মাম্পস তক্ষুনি বাতিল হয়ে গেল।

ওটা আমি চার বছর বয়সেই পার করে এসেছি।

রায় এল।

প্রদাহে ফোলা একটা লসিকাগ্রন্থি।

এক্ষুনি পরীক্ষা করানো দরকার।

“ডাক্তারদের নিশ্চিত আয়” অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল।

তিনটে প্রেসক্রিপশন:

একটা অ্যান্টিবায়োটিক।

একটা স্টেরয়েড।

একটা আলট্রাসাউন্ড।

আর তিন দিন পরে আবার দেখাতে আসার অঙ্গীকার।

তারপর তিনি একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করলেন আলট্রাসাউন্ডটা কীভাবে করতে হবে তার নির্দেশ।

আমি হাসলাম।

“আপনি কি সত্যিই নিশ্চিত যে আলট্রাসাউন্ড কীভাবে হয় তা জানতে আপনার সহকর্মীর লিখিত নির্দেশ লাগবে?”

“ঠিকই বলেছেন,” তিনি জবাব দিলেন।

তারপর এল সেই অবধারিত প্রশ্ন।

“আপনি কী করেন?”

“আমি রোগী।

তবে আমার বেশির ভাগ সময় কাটে ফল-সবজির দোকানে।”

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

“বাড়ি যাচ্ছি।

রসুন দিয়ে নিজের চিকিৎসা করব।

তারপর আপনাকে জানাব।

আপনি সেই ভাগ্যবান অল্প কয়েকজনের একজন, যাঁরা সত্যিই অবসর পর্যন্ত পৌঁছবেন।

লোকে একবার এর গুণ টের পেলে আপনার অনেক সহকর্মীকে হয়তো নতুন পেশা খুঁজতে হবে।”

বাড়ি পৌঁছে দেখি, বউ অপেক্ষা করছে।

উদ্বিগ্ন।

জানতে চাইল রোগটা কী ধরা পড়ল।

বললাম, চিন্তা কোরো না।

শিগগিরই আমি আবার বেরিয়ে পড়ব।

আর ফোলাটা সম্ভবত মিলিয়ে যাবে।

হয়তো প্লেন মাটি ছোঁয়ার আগেই।

ফের্দিনান্দো